JUN. 27 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বিআইআইএসএস-এর সেমিনারে বক্তারা

যে গতি নিয়ে সার্কের জন্ম তা আজ অনেকটাই স্তিমিত

কাগজ প্রতিবেদক : 'সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা : সমষ্টিগত যোগাযোগ স্থাপন' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সার্কের জন্ম হলেও দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগিতার আভাসের কারণে সার্কের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে গতকাল এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

বিআইআইএসএস আয়োজিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সার্কের মহাসচিব কিউ এ এম এ রহিম।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, যে গতি নিয়ে সার্কের পথ চলা শুরু হয়েছিল সে গতি আজ অনেকটাই স্তিমিত। সার্ক দেশগুলো নিয়ে গঠিত সার্ক ফ্রি টেড এরিয়া (সাফটা) বা সাপটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

সার্ক মহাসচিব বলেন, সার্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ চিন্তিত হলেও এটা সত্য যে, সার্ক ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী হবে। আফগানিস্তান, মায়ানমার প্রভৃতি সার্ক প্রতিবেশী দেশগুলোর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেলে এসব দেশগুলোকে সার্কের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড অর্থনৈতিক সহযোগিতা (বিমস্টেক) সার্কের কার্যক্রমে ক্ষতিসাধন করছে এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সার্ক মহাসচিব বলেন, 'বিমস্টেক সম্পর্কে যথাযথ অবহিত না থাকার কারণে বিষয়টি নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করছি না।' এক প্রশ্নের জবাবে সার্ক মহাসচিব কিউএএম এ রহিম বলেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ভালো না হলে সেসব দেশের সমন্বয়ে গঠিত বহুপক্ষীয় সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাংলাদেশকে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালের করিডোর প্রদান সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে সার্ক মহাসচিব বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা এসকল বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

সেমিনারে বিআইআইএসএস-এর চেয়ারম্যান এম আর ওসমানী বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস দুই বা ততোধিক দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব প্রকাশের ইতিহাস। এবং এখনো তা চলছে। তিনি আরো বলেন, সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস এই দুটি বিষয় সার্কভুক্ত দেশগুলো থেকে হারিয়ে যাচেছ। সার্কের উন্নয়নের গতি হতাশাজনক উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাতটি দেশের পরস্পরের মধ্যে সমমনোভাবসম্পন্ন পরিবেশ এবং সম্পর্ক তৈরি করতে না পারলে কোনো উন্নয়ন ঘটা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, সার্কের অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ দুটি দেশ তাদের লাখ লাখ লোককে অভুক্ত রেখে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে। এম আর ওসমানী বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অসহযোগিতার চড়া মূল্য দিতে হবে আমাদের।